তারিখ ... 07 NOV 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ২ ...

কালের কণ্ঠ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষকদের দলাদলিতে সেশনজট প্রকট

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

শিক্ষা ও গবেষণার ওপর গুরুত্ব না দিয়ে কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষকরা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন রাজনীতি আর দলাদলিতে। উপাচার্য ও প্রশাসনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) তদন্ত করায় বর্তমান সময়ে শিক্ষকদের এ দ্বন্দ্ব আরো প্রকট রূপ নিয়েছে। শিক্ষকদের দলাদলি ও নোংরা রাজনীতির কারণে মুখ থুবড়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষা কার্যক্রম। এর ফলে সেশনজটে আটকা পড়েছে ১৫ হাজার শিক্ষার্থীর জীবন। শিক্ষক রাজনীতির গ্যাড়াকলে পড়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি তার উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছে বলে মনে করেন সচেতন শিক্ষকরা।

সাধারণ শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, দলাদলির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাস নেন না। অথচ রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশ নিতে দেখা যায় তাঁদের। অনেকে আবার এক ঘণ্টার ক্লাসে কোর্স শেষ করেন বলে শিক্ষার্থীদের অভিযোগ। ক্লাস পারফরমেন্স, টিউটরিয়াল, হাজিরা খাতা ব্যবহার করেন না অনেক শিক্ষক। অধিকাংশ শিক্ষক সকাল ১০টায় ক্যাম্পাসে এসে রাজনৈতিক সভা ও ব্যক্তিগত কাজ শেষে দুপুর ১২টা কিংবা ২টার গাড়িতে ক্যাম্পাস ছাড়েন। শিক্ষকদের রাজনৈতিক ব্যস্ততা, ক্ষমতার লোভ, দলাদলি এবং অলসতার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে সৃষ্টি হয়েছে মাত্রাতিরিক্ত সেশনজট। আর সেশনজটের গ্যাড়াকলে চাপা পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ হাজার শিক্ষার্থীর জীবন। পাঁচ বছরের শিক্ষাজীবন ৮-৯ বছরেও শেষ করতে পারছে না শিক্ষার্থীরা।

এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ইংরেজি বিভাগের ২০০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের এক শিক্ষার্থী বলেন, 'শিক্ষকরা তাঁদের মূল দায়িত্ব ভুলে রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। আমাদের বিভাগে ২৯ জন শিক্ষক থাকার পরও দুই বছরের সেশনজট রয়েছে। শিক্ষকরা ক্যাম্পাসে এসে ক্লাস না নিয়ে পদ-পদবির জন্য গ্রুপিং রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন।'

জানা যায়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চারটি শিক্ষক সংগঠন রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বিশ্বাসী শিক্ষক সংগঠন 'বঙ্গবন্ধু পরিষদ', মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বাম সমর্থিত শিক্ষক সংগঠন 'শাপলা ফোরাম', বিএনপিপন্থী শিক্ষক সংগঠন 'জিয়া পরিষদ' ও জামায়াতপন্থী শিক্ষক সংগঠন 'গ্রীন ফোরাম'। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৬২ জন শিক্ষকের প্রত্যেকেই প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে এ শিক্ষক সংগঠনগুলোর সঙ্গে জড়িত। শিক্ষকরা সবাই কমবেশি জাতীয় রাজনীতি এবং ক্যাম্পাসের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি নিয়েই ব্যস্ত। দলাদলির রাজনীতিতে বেশি অগ্রসর আওয়ামীপন্থী শিক্ষক সংগঠন বঙ্গবন্ধু পরিষদ এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও প্রগতিশীল শিক্ষক সংগঠন শাপলা ফোরামের শিক্ষকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ে আওয়ামীপন্থী প্রগতিশীল শিক্ষক দেড় শতাধিক। তাঁরা দুই ভাগে বিভক্ত। শাপলা ফোরামের দুই গ্রুপের আলাদা দুজন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক রয়েছেন। গত ৮ আগস্ট শাপলা ফোরামের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে ভোট গণনায় দুর্নীতির অভিযোগ এনে নির্বাচনের ফল বয়কট করেন ফোরামের একাংশের শিক্ষকরা। নির্বাচন মেনে নিয়ে অধ্যাপক ড. কামাল উদ্দিনকে (পরিসংখ্যান বিভাগ) সভাপতি এবং অধ্যাপক ড. সেলিম তোহাকে (আইন বিভাগ) সাধারণ সম্পাদক করে নতুন কমিটি গঠন করেন শাপলা ফোরামের একাংশের শিক্ষকরা। ফোরামের অন্য অংশের নেতৃত্ব দেন সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ড. মাহবুবুল আরফিন (ব্যবস্থাপনা বিভাগ) ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন (ইসলামের ইতিহাস)। জানা যায়, তাঁদের মধ্য আরফিন গ্রুপ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল হাকিম সরকারের এবং কামাল উদ্দিন গ্রুপ উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. শাহিনুর রহমানের হয়ে কাজ করে থাকে। এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষক সংগঠন জিয়া পরিষদের মধ্যেও আছে দুটি ভাগ। সংগঠনটির নেতাকর্মীরাও নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সময় উপাচার্য বা উপ-উপাচার্যের পক্ষে কাজ করে থাকেন। এ ছাড়া জামায়াতপন্থী শিক্ষক সংগঠনের প্রকাশ্যে কোনো দলাদলি দেখা না গেলেও নিজেদের মধ্যে ব্যাপক গ্রুপিং রয়েছে বলে জানা গেছে।

এদিকে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল হাকিম, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. শাহিনুর রহমান ও কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. আফজাল হোসেন ২০১৩ সালের শুরুর দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্ব নেন। দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে শিক্ষদের এই দলাদলির রাজনীতিকে উৎসাহিত করে আসছেন তাঁরা।

এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল হাকিম সরকার বলেন, 'শিক্ষকদের মধ্যে কিছুটা গ্রুপিং রয়েছে, সেটি সবার জানা। তবে যে যার মতাদর্শের রাজনীতি করবে, এটাই স্বাভাবিক। রাজনীতির কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে না।' সেশনজটের ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'কয়েকটি বিভাগে সেশনজট আছে, এর জন্য পরিবহনব্যবস্থা অনেকটা দায়ী। তবে আমি মনে করি, শিক্ষকরা নিজ নিজ দায়িত্ব থেকে কাজ করলে সেশনজট মুক্ত করা সম্ভব।'